ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ
সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'সংসারে রোজের লড়াই', অভিষেকের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে অবশেষে নীরবতা ভাঙেন ঐশ্বর্য

পৃঃ ৫

টিম থেকে বাদ নাকি বিশ্রামে? রবীন্দ্র জাডেজাকে নিয়ে গুঞ্জন থামালেন আগরকর

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২০৫ ● কলকাতা ● ১২ শ্রাবণ, ১৪৩১ ● রবিবার ● ২৮ জুলাই, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

কল্যাণীর গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালের
নিরাপত্তারক্ষীদের দাদাগিরি

কল্যাণী: নিউজ সারাদিন : কল্যাণীর গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীদের দাদাগিরি! অসুস্থ ভাইকে দেখতে এসে আক্রান্ত হলেন বিধাননগরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুশান্তকুমার বালা। সিকিউরিটিদের বিরুদ্ধে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-সহ পরিবারের তিনজনকে মারধরের অভিযোগ করেছে রোগীর পরিবার। যা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য হাসপাতালে। রোগীর এক ভাই প্রশান্তকুমার বালা বলেন, " আমি বেশ কয়েকবার কার্ড দেখিয়ে খাবার ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে ভাইয়ের কাছে গিয়েছি। কিন্তু একবার আমাকে আটকে দেওয়া হয়। আমাদের মধ্যে বচসা শুরু হতে নিরাপত্তারক্ষীরা আমার মুখে মারে। আমার আর এক ভাই বিধাননগরে কাজ করেন তাঁকেও মারধর করে। তাঁর মুখ ফেটে গিয়েছে।"

এক প্রতক্ষ্যদর্শী বলেন, " ওই রোগীর পরিবারকে ভেতরে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। সেই নিয়ে মারামারি বাধে। বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। পরে পুলিশ এসে নিরাপত্তারক্ষীদের গ্রেপ্তার করেছে। হাসপাতালে এই রকম পরিস্থিতি কাম্য নয়।" অভিযুক্ত দুই সিকিউরিটিকে গ্রেপ্তার করেছে কল্যাণী থানার পুলিশ।

শুক্রবার রাতে হৃদরোগে

এরপর ৩ পাতায়

বাংলাদেশের জখম ও অসুস্থদের
দেখতে যান হাসপাতালে হাসিনা

ঢাকা: নিউজ সারাদিন : সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবি নিয়ে আন্দোলনের কার্যত অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয় বাংলাদেশে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয় সেনা। এখন অবশ্য পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক। কারফিউও শিথিল করা হয়েছে। এবার ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শনিবার সকালে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (পঙ্গু হাসপাতাল) যান তিনি।প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার বিকেলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি ইউনিটে যান। তিনি চিকিৎসকদের ধন্যবাদ জানান। শেখ হাসিনা বলেন, "বিএনপি-জামাত ও শিবির দেশের উন্নয়নকে ক্ষতিগ্রস্ত করার পাশাপাশি বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার জন্যই দেশজুড়ে তাণ্ডব চালিয়েছে। মেট্রোরেল, যারা এসবের সঙ্গে জড়িত, সারা বাংলাদেশের আনাচকানাচে যে যেখানে আছে, তাদের খুঁজে বের করুন। তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য সহযোগিতা

এরপর ৩ পাতায়

মাইক বন্ধের অভিযোগে নীতি আয়োগের বৈঠক বয়কট করলেন
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : নীতি আয়োগের বৈঠক বয়কট করে মাঝ পথেই বেরিয়ে আসেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের সামনে তিনি অভিযোগ করেন পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মাঝপথে তার মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

শনিবার সকাল ১০ টা থেকে রাষ্টপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল বৈঠক। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সরেন উপস্থিত না থাকায় ইন্ডিয়া জোটের একমাত্র বিরোধী নেত্রী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও গতকাল বৈঠকে যাওয়ার আগে থেকেই নীতি আয়োগ এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তিনি। তার অভিযোগ "প্ল্যানিং কমিশন বাতিল করে নীতি আয়োগ গড়েছিল মোদি সরকার। কিন্তু রাজ্যগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে কোন কাজই করে না নীতি আয়োগ। তাদের কোন ক্ষমতাই নেই"। সে কারণে নীতি আয়োগ বাতিল করে প্ল্যানিং কমিশন চালু করার দাবি জানিয়েছিলেন তিনি।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ নিয়েই নীতি আয়োগের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরো অভিযোগ করেছেন,

এরপর ৩ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ☐ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০২০

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

৫ টি আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আগামী আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪–এর মধ্যে রাজ্যের ৫টি স্থানে একটি করে ৫দিনের আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করবে। আগ্রহীরা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিবকে উদ্দেশ্য করে আবেদন জানাতে পারেন।কর্মসূচি এবং নিয়মাবলি বিশদে নীচে দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	তারিখ	স্থান	বিভাগের অন্তর্গত জেলা	সাক্ষাৎকার গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ ও স্থান
১	মালদা বিভাগ	১২ – ১৬ আগস্ট ২০২৪	বহরমপুর	উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর ০২.০৮.২০২৪
২	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৭ – ২১ আগস্ট ২০২৪	বারুইপুর	কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, নদিয়া	আলিপুর (কলকাতা) ০৮.০৮.২০২৪
৩	জলপাইগুড়ি বিভাগ	২৮ আগস্ট – ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং	কোচবিহার ০৫.০৮.২০২৪
৪	বর্ধমান বিভাগ	০৯ – ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪	বর্ধমান	পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, বীরভূম	পূর্ব বর্ধমান ০৯.০৮.২০২৪
৫	মেদিনীপুর বিভাগ	১৮ – ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ঝাড়গ্রাম	বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া	ঝাড়গ্রাম ২২.০৮.২০২৪

যোগ্যতা : বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। একজন মাত্র একটি কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন, তাঁকে ওই বিভাগের যে কোনো জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনে থাকতে হবে – নাম, বয়স, পিতা/মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, প্রথাগত শিক্ষা, লিঙ্গ, বিভিন্ন কলায় পারদর্শীতার অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), যোগাযোগের ফোন নম্বর। দিতে হবে আধার কার্ডের কপি ও ১ টি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ২০ /০৭ /২০২৪ এর মধ্যে workshop.pbna@gmail.com –এ মেইল করে আবেদন করবেন। সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পেলে নিজের খরচায় আসতে হবে। নির্বাচিত হলে কর্মশালায় বিনা ব্যয়ে অংশগ্রহণ করা যাবে। শিবির শেষে শংসাপত্র পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ : (০৩৩) ২২২৩ -১১৩২

সচিব
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

আন্তর্জাতিক উড়ানে ২০ মিনিট বিনামূল্যে

ওয়াইফাইয়ের সুযোগ পাবেন যাত্রীরা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিমান সংস্থা ভিস্তারার যাত্রীদের জন্য সুখবর। শনিবারই সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এবার থেকে আন্তর্জাতিক উড়ানে ২০ মিনিট বিনামূল্যে ওয়াইফাইয়ের সুযোগ পাবেন যাত্রীরা। তবে যাঁরা ক্লাব ভিস্তারার সদস্য, তাঁরা গোটা উড়ানেই সেই সুযোগ পাবেন।ভিস্তারার আন্তর্জাতিক বিমান বোয়িং ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার ও এয়ারবাস এ৩২১নিও-তে যাত্রা করার সময় মাটি থেকে ৩৫ হাজার ফুট উঁচুতেও এই পরিষেবা দেওয়ার কথা জানা গিয়েছে। গত একদশকেরও বেশি সময় ধরে উড়ানের সময় ওয়াইফাই পরিষেবা দিচ্ছে উড়ান সংস্থাগুলি। কিন্তু আমেরিকার জেটব্লুর মতো কিছু সংস্থা বাদে বেশিরভাগই এর জন্য নির্দিষ্ট মূল্য নেয়। সেদিক থেকে ভিস্তারার এই অফার যাত্রীদের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ করে দিচ্ছে বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের। প্রসঙ্গত, সিঙ্গাপুরের এই সংস্থার সঙ্গে টাটা এয়ারলাইনসের সংযুক্তি হয়েছে। এই পদক্ষেপকে উড়ানের ইতিহাসের নয়া মোড় বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।সংস্থার তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, '২০ মিনিটের এই ওয়াইফাই পরিষেবা সমস্ত কেবিনের সব যাত্রীরাই পাবেন।প্রথম কোনও ভারতীয় বিমান সংস্থার তরফে এমন অফার দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। এবং যাঁরা ভারতীয় ক্রেডিট অথবা ডেবিট কার্ডে ওয়াইফাই প্ল্যান কিনতে চান তাঁরাও সেই সুযোগ পাবেন। আমরা আত্মবিশ্বাসী যাত্রীরা এই নয়া অন্তর্ভুক্তিকে স্বাগত জানাবেন, যা তাঁদের ভিস্তারা যাত্রাকে আরও সুন্দর, সহজ, সৃষ্টিশীল করে তুলবে।'

সেই সঙ্গেই সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, গোটা উড়ানেই চ্যাট করতে চাইলে ক্লাব ভিস্তারার সদস্যদের অতিরিক্ত গাঁটের কড়ি খরচ করতে হবে না। কিন্তু বাকিরা তা করতে চাইলে ৩৭২.৭৪ টাকা (জিএসটি ছাড়া) দিতে হবে। হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক মেসেঞ্জারে চ্যাট করার আনলিমিটেড ডেটা পাবেন তাঁরা। তবে সোশাল মিডিয়ায় অডিও ও ভিডিও স্ট্রিমিংয়ের জন্য ১৫৭৭.৫৪ টাকা (জিএসটি ছাড়া) খরচ করতে হবে। আর সমস্ত স্ট্রিমিংয়ের বাধা সরিয়ে আনলিমিটেড ডেটা ব্যবহার করতে চান তাঁদের জিএসটি ছাড়া খরচ পড়বে ২৭০৭.০৪ টাকা।

গ্যাংস্টার সুবোধ ছয়দিন পুলিশ হেফাজতে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : হাফহাতা সাদা টিশার্ট, কালো ট্রাউজার্স! আর মাথায় মুখঢাকা হেলমেট। এই অবস্থায় ব্যারাকপুর আদালত থেকে বেরোলেন সুবোধ সিংহ। তাঁকে দেখতে পেয়েই পর পর প্রশ্ন করে গেলেন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা! কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার কোনও রকম সুযোগ না দিয়েই বিহারের 'গ্যাংস্টার'কে প্রিজ□ন ভ্যানে তুলে নিয়ে চলে গেল পুলিশ।শনিবারের শুনানিতে সুবোধের আইনজীবী দাবি করেন, তাঁর মক্কেল সাত বছর ধরে জেলে রয়েছেন। তিনি কোনও ভাবে গুলি চালানোর ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নন। পুলিশি হেফাজত কম করারও আবেদন জানানো হয়। অন্য দিকে, সরকারি আইনজীবী দাবি করেন, ঘটনায় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলি চালানো দুই দুষ্কৃতী এখনও ধরা পড়েনি। তবে আরও যাঁরা ধরা পড়েছেন, তাঁদের নেপথ্যে সুবোধ রয়েছেন বলেই তদন্তে জানা গিয়েছে। তাই তাঁকে আরও জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে। সব দিক বিবেচনা করে আবার পুলিশি হেফাজাতের নির্দেশ দেন বিচারক।

সুবোধ অবশ্য আগে একাধিক বার দাবি করেছেন, এ রাজ্যে কোনও অপরাধের ঘটনার সঙ্গেই তিনি যুক্ত নন। রাজ্য পুলিশ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না বলেই তাঁর ঘাড়ে যাবতীয় দোষ চাপানো হচ্ছে।বেলঘরিয়ায় ব্যবসায়ীর গাড়িতে গু□লি ছোড়ার ঘটনায় সুবোধকে গ্রেফতার করেছিল ব্যারাকপুরের পুলিশ। সাত দিন তাদের হেফাজতেও ছিলেন তিনি। তার মেয়াদ শেষ হওয়ায় শনিবার সুবোধকে আবার ব্যারাকপুর আদালতে হাজির করানো হয়। পুরনো কোনও শত্রুতার জেরে তাঁর উপরে হামলা বা কোনও প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আগের দিনের মতোই সজাগ ছিল পুলিশ। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ঘিরে রেখেছিল আদালত চত্বর। আদালতে সওয়াল-জবাব শেষে সুবোধকে আরও ছ'দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। শুনানির পর সুবোধকে যখন আদালত থেকে বার করা হয়, তখনও চারিদিকে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার বেষ্টনী ছিল। নিরাপত্তার স্বার্থেই মাথা-মুখ ঢাকা হেলমেট পরিয়ে সুবোধকে আদালত থেকে বার করা হয়। আগের দিনেও একই পন্থা নিয়েছিল পুলিশ।রাজ্যের একাধিক সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় অভিযুক্ত 'গোল্ডেন ডাকু' সুবোধ। ২০২২ সালে আসানসোলের একটি স্বর্ণবিপণিতে ডাকাতির ঘটনার তদন্তে বিহারের বেউর জেল থেকে তাঁকে এ রাজ্যে নিয়ে এসেছে পুলিশ। শুধু ডাকাতিই নয়, সুবোধের বিরুদ্ধে খুন, হুমকি-সহ আরও বিভিন্ন মামলাও রয়েছে। দীর্ঘ টানাপড়েনের পর সুবোধকে এ রাজ্যে পুলিশ আসতে সক্ষম হওয়ায় সেই সব মামলার তদন্ত আবার নতুন করে গতি পেয়েছে। গত ১৫ জুন বেলঘরিয়া রথতলায় ব্যারাকপুরের ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডলের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় ইতিমধ্যেই পাঁচ দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে কয়েক জন বিহারের। সূত্রের খবর, ধৃতদের জেরা করেই ওই ঘটনায় সুবোধের যোগসূত্র পাওয়ায় তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে বেলঘরিয়া থানার পুলিশ।

নীতি আয়োগের বৈঠকে অপমান করা হয়েছে,

বৈঠক বয়কট করলেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রাষ্ট্রপতি ভবনে নীতি আয়োগের বৈঠক বয়কট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠক থেকে ওয়াক আউট করেন তিনি। বাইরে বেরিয়ে বলেন, 'আমাকে পাঁচ মিনিটও বলতে দেওয়া হয়নি। মাইক বন্ধ করে আমাকে অপমান করা হয়েছে।নীতি আয়োগের বৈঠকে শনিবার সকালে রাইসিনা হিলে হাজির হয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বৈঠক বয়কট করেছিলেন বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র সাত জন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় বাজেটে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে বৈঠক বয়কট করেছেন বলে খবর। ইন্ডিয়া জোটের সাতজন মুখ্যমন্ত্রী এই নীতি আয়োগ বৈঠক বয়কট করলেও হাজির হয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বৈঠক শুরুর কিছু ক্ষণের মধ্যেই বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে আসেন মমতা। তিনি বলেন, 'অন্যদের ২০ মিনিটের বেশি বলার সুযোগ দেওয়া হলেও আমাকে পাঁচ মিনিটও বলতে দেওয়া হয়নি। তার আগেই মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে আমি বৈঠক ছেড়ে চলে এসেছি।

এই ঘটনাকে সরাসরি 'অপমান' বলেও মনে করেছেন মমতা। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'বিরোধীদের মধ্যে একমাত্র আমিই বৈঠকে হাজির ছিলাম। কিন্তু বলতে দেওয়া হল না। আমি আরও কিছু বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তার আগেই মাইক বন্ধ করে অপমান করা হল। এর পর নীতি আয়োগের আর কোনও বৈঠকে তিনি থাকবেন না বলেও জানিয়েছেন মমতা।

কেন মোদির বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ক্ষুব্ধ মমতা?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে শনিবার নীতি আয়োগের বৈঠক থেকে ওয়াক আউট করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। বৈঠক শেষ হওয়ার আগেই বেরিয়ে এসে তিনি বলেন, ওআমাকে পাঁচ মিনিটও বলতে দেওয়া হয়নি। মাইক বন্ধ করে আমাকে অপমান করা হয়েছে।

বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র সাত জন মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় বাজেটে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে বৈঠক বয়কট করলেও মমতা শনিবার সকালে রাইসিনায় হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনের বাইরে তিনি বলেন, 'অন্য কয়েক জনকে ২০ মিনিটের বেশি বলার সুযোগ দেওয়া হলেও আমাকে পাঁচ মিনিটও বলতে দেওয়া হয়নি। তার আগেই মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে আমি বৈঠক ছেড়ে চলে এসেছি।'

অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডু ২০ মিনিট বলা সুযোগ পেয়েছেন বলে জানান মমতা। তার দাবি, আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ন্ত, ছত্রিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাইও বলায় যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছেন। তার মাইক বন্ধের ঘটনাকে সরাসরি 'অপমান' বলেও আখ্যা দিয়েছেন মমতা। তিনি বলেন, 'বিরোধীদের মধ্যে একমাত্র আমিই বৈঠকে হাজির ছিলাম। কিন্তু বলতে দেওয়া হল না। আমি আরও কিছু বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তার আগেই মাইক বন্ধ করে অপমান করা হল।'

নীতি আয়োগের বৈঠকে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন জানিয়ে মমতা বলেন, 'আমি বলেছি আপনাদের (কেন্দ্রীয় সরকার) কোনও রাজ্য সরকারের প্রতি বৈষম্য করা উচিত নয়। আমি কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমাকে মাত্র ৫ মিনিট কথা বলতে দেওয়া হয়েছিল। আমার আগে লোকেরা ১০-২০ মিনিট কথা বলেছিলেন। বিরোধী দল থেকে আমিই একমাত্র অংশগ্রহণ করেছিলাম। তবুও আমাকে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। এটা অপমানজনক।' মমতা জানিয়েছেন, এর পরে নীতি আয়োগের আর কোনও বৈঠকে তিনি থাকবেন না।

অতীতে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী একাধিক বার লোকসভায় তার মাইক বন্ধের অভিযোগ তুলেছেন। এ বার অঙ্গরাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকেও নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে মাইক বন্ধ করে বিরোধীদের 'কণ্ঠরোধ'-এর অভিযোগ উঠল। প্রসঙ্গত, শুক্রবার দিল্লি যাওয়ার আগেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিমাতৃসুলভ আচরণের অভিযোগ তুলেছেন মমতা। তার অভিযোগ ছিল, বাজেটে বাংলাকে বঞ্চনা করা হয়েছে। মমতা বলেছিলেন, 'বাজেটে যেভাবে বিরোধী রাজ্যগুলিকে বঞ্চনা করা হয়েছে, সেটা মানতে পারছি না। এক দিকে ইকনমিক ব্লকেড, পলিটিক্যাল ব্লকেড, এর সঙ্গে বাংলাসহ (পশ্চিমবঙ্গ) বিভিন্ন রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার যে পরিকল্পনা, তার চরম নিন্দা করছি। মন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে বাংলা ভাগের কথা বলছেন!'

ডেঙ্গু আতঙ্ক,জেলায় ৭০ জনেরও বেশি আক্রান্ত,

পিংলায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে

বেবি চক্রবর্ত্তী , পশ্চিম মেদিনীপুর: নিউজ সারাদিন : জেলায় ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, জেলায় ইতিমধ্যে ৭০ জনেরও বেশি মানুষ ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

জেলার বিভিন্ন ব্লক ও পৌর এলাকায় ডেঙ্গু রোগীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। নারায়ণগড়, পিংলাসহ প্রায় সব ব্লকেই ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী পাওয়া যাচ্ছে।

তবে প্রতি বছর বর্ষা শুরু হতে না হতেই প্রায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। জেলা স্বাস্থ্য দফতর তরফ জানা গিয়েছে ,গোটা জেলা জুড়ে সর্বমোট ৭৩ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে, তবে প্রাণহানির কোন ঘটনা এখনো অবধি ঘটেনি। তবে জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে পিংলা ব্লকে এলাকায়। ওই এলাকায় ১০ জন আক্রান্ত হয়েছে। ডেবরা ব্লকে ১জন আক্রান্ত।প্রতি সপ্তাহে একজন করে আক্রান্ত হচ্ছেন পিংলা ও নারায়ণগড় ব্লকে। পাশাপাশি মেদিনীপুর পৌরসভায় চারজন মশা বাহিত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

গত বছরের ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের পর থেকেই জেলা প্রশাসন বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ এলাকায় সচেতনতা সভা, ব্লক ও পঞ্চায়েত পর্যায়ে বৈঠক, শহর ও গ্রামে ডেঙ্গু সচেতনতার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পিংলা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিমাই শী জানান, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মধ্যে পিংলায় ডেঙ্গুর পদপ্রভাব দেখা গিয়েছে ।আমরা পঞ্চায়েত সমিতির তরফে এই ব্লকের ১০টা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ব্লিচিং পাউডার সহ স্প্রে করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এলাকাবাসীদেরও নজর রাখতে হবে যাতে কোথাও কোনভাবেই জল জমা না থাকতে পারে। প্রয়োজনে জমা জল বের করার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সেখানে মশার লাফা জন্মাতে না পারে। এবং প্রত্যেকটি এলাকায় জঙ্গলে আগাছা পরিষ্কারের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।আমরা আশাবাদী এলাকার মানুষ সচেতন হলে ডেঙ্গুর প্রভাব অনেকটাই কমবে বলে মনে করি।"

ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ার কারণে স্বাস্থ্য বিভাগের উপর চাপ বেড়েছে। তবে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে প্রশাসন।

১-ম পাতার পর

কল্যাণীর গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীদের দাদাগিরি

আক্রান্ত হয়ে কল্যাণীর গান্ধী মোমোরিয়াল হাসপাতালে ভর্তি হন তেহট্টের বাসিন্দা অখিলচন্দ্র বালা। অসুস্থতার খবর পেয়ে শনিবার দুপুরে তাঁকে দেখতে আসেন তাঁর দাদা বিধাননগরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুশান্তবাবু। সঙ্গে ছিল তাঁর পরিবার। হাসপাতালে ঢুকতে গেলে তাঁদের বাধা দেওয়া হয়। তারপরই নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। অভিযোগ, সেই সময় নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁদের উপর চড়াও হন। চলতে থাকে ঘুষি, লাথি। বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ ওঠে কল্যাণী গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালের সিকিউরিটিদের বিরুদ্ধে। এমনকী হাসপাতালের ভেতরে তাঁদেরকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হয় বলা অভিযোগ। ওই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিজের পরিচয়পত্র দেখালে সেই কার্ডও কেড়ে নেওয়া হয় বলে জানিয়েছে পরিবার। ঘটনায় গুরুতর আহত হন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-সহ আরও তিনজন। খবর দেওয়া হয় কল্যাণী থানায়। পুলিশ এসে অভিযুক্ত নিরাপত্তারক্ষীদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরে এ বিষয়ে কল্যাণী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও তাঁর পরিবার।

ইউক্রেন সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইউক্রেন সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর এটাই হবে প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ইউক্রেন সফর। উল্লেখ্য, জুলাইয়ের শুরুতে রাশিয়া সফরে গিয়েছিলেন মোদি। সে দেশের সর্বোচ্চ সামরিক সম্মানও দেওয়া হয় তাঁকে।চলতি মাসের শুরুতে মস্কো সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। দুই দেশের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ নিয়ে আলোচনা হয়। মোদির সফরের সময়ই ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের একটি শিশু হাসপাতালে মিসাইল হামলা চালায় রাশিয়ান সেনা। শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়। ঘটনায় মর্মাহত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পুতিনকে বলেছিলেন, ''নিষ্পাপ শিশুদের মৃত্যু বেদনাদায়ক এবং ভয়ঙ্কর।''সেই উপলক্ষ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফর চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশের একাধিক সংবাদমাধ্যম। তবে বিদেশ মন্ত্রক এখনও সফরের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেনি। জানা গিয়েছে, চলতি বছরের শুরুতে ফোনে মোদিকে ইউক্রেনে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কি। জানা গিয়েছে, এবার সেই আমন্ত্রণই রক্ষা করবেন তিনি।

গত কয়েক মাসে ভারত ও ইউক্রেনের মধ্যে একাধিক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। সম্প্রতি ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী দিমিত্রো কুলেবার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ইউক্রেনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা আন্দ্রি ইয়ারমাকের সঙ্গে আলোচনা হয় ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালেরও। এরপরই প্রধানমন্ত্রীর ইউক্রেন সফরের খবর সামনে এল।এই প্রসঙ্গে বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেন, "দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিকাশ" নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইতালিতে আয়োজিত G৭ শীর্ষ সম্মেলনে জেলেনস্কির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সেখানে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। মোদি সংঘাত থামাতে শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আলোচনা এবং কূটনীতির মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান করতে হবে।" যুদ্ধ শুরুর পর এটা ছিল মোদি ও জেলেনস্কির দ্বিতীয় ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ। তার আগে জাপানে গত বছরের G৭ শীর্ষ সম্মেলনে মুখোমুখি হয়েছিলেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান।

১-ম পাতার পর

মাইক বন্ধের অভিযোগে নীতি আয়োগের বৈঠক বয়কট করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ছত্রিশগড় এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রীকেও বলতে দেওয়া হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকেও ২০, মিনিট বলতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যখন আবাস যোজনা টাকা বন্ধ করে দেওয়া, ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দেওয়া এইসব নিয়ে কথা বলতে শুরু করেন তখন তার মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাকে ৫ মিনিটের বেশি বলতে দেওয়া হয়নি।

এদিনের নীতি আয়োগের বৈঠকে কর্ণাটক,কেরল, তামিলনাড়ু,হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীরা যোগ দেননি।

নীতি আয়োগের বৈঠক থেকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেরিয়ে আসার পর মাইক বন্ধ করে দেওয়ার যে অভিযোগ করেছিলেন সেই অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে পাল্টা দাবি করে জানানো হয়েছে কোন বেল বাজানো হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলার সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল। উল্টে তাঁর বলার সময় এগিয়ে আনা হয়েছিল। কারণ তিনি অনুরোধ করেছিলেন দুপুর দুটোয় বিমান রয়েছে তিনি ফিরে যাবেন। এই ঘটনায় রাজ্যের শাসকদলের নেতারাও সরব হয়েছেন। বিরোধীদের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারপরেও তাকে বলতে দেওয়া হয়নি এটা সংসদীয় গণতন্ত্রের অবমাননা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আচরণে বঙ্গ বিজেপির নেতারাও কড়া সমালোচনা করেছেন। বঙ্গ বিজেপি ছাড়াও এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী সহ বর্ষিয়ান বাম নেতা তথা বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। মুখ্যমন্ত্রীর মাইক বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠার পর রাজ্য রাজনীতিতে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়। শাসক দলের সংসদরা এই অপমানের বিরুদ্ধে সংসদে ঝড় তোলেন। বিশিষ্ট আইনজীবী তথা বর্ষীয়ান বাম নেতা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য এই বিষয় জানান " রাজনৈতিক মঞ্চে অস্বস্তি টিকিয়ে রাখতে নাটক করছেন। দেশ কিংবা রাজ্যের কোন কোন স্বার্থ নেই। আমরা বারবার বলেছি কোন খাতে কত বকেয়া আছে তা জানিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন। কেন উনি তা করছেন না? আর তা করলেই সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে"। পাশাপাশি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুরের প্রাক্তন সংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন " মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলছেন তা সবটাই স্ক্রিপটেড। কলকাতা থেকে আসার আগেই সেই স্ক্রিপ্ট তৈরি হয়েছিল। এই দৃশ্য তৈরি ছিল। নীতি আয়োগের বৈঠকে কি হতে চলেছে বা হতে পারে ইঙ্গিত আগেই দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলে নীতি আয়োগ এর বৈঠকে বলতে দিলে ভালো না হলে বেরিয়ে আসবেন। প্রতিবাদ করবেন। ওখানে যাবার পর তাই তাই ঘটনা ঘটলো "। অধীর রঞ্জন চৌধুরী আরো বলেন "জাতীয় রাজনীতিতে রাহুল গান্ধীর উত্থান মেনে নিতে পারছিলেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার জন্য একটা ইর্ষার জন্ম দিয়েছিল। বাইরে ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে আছেন দেখাচ্ছেন আর ভেতরে মান রাখছেন। সব মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঢোপের রাজনীতি করছেন"। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বলেছেন সত্যিই যদি অপমান করা হয় তাহলে কেন উনি সেখানে অবস্থান ধর্ণায় বসছেন না। এমনকি সুপ্রিম কোর্টের রাস্তাও তো খোলা আছে সবকিছু তো ভিডিও করা আছে"।

জম্মু-কাশ্মীরে সেনা- জঙ্গিদের গুলির লড়াইয়ে এক জওয়ান মৃত

হামলার দায় শিকার পাক জঙ্গিসংগঠন জঈশ

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : জম্মু-কাশ্মীরে কুপওয়াড়ায় জঙ্গিদের গুলিতে শহীদ হয়েছেন একজন জওয়ান। নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর মাচিল সেক্টরে সেনা জঙ্গি গুলির লড়াইয়ে মেজর পদাধিকারী এক সেনা অফিসারের গুলি লাগে। তাঁকে হাসপাতাল নিয়ে যাবার পরে সেখানেই তিনি মারা যান বলে জানা গেছে।

এই সেনা জঙ্গি গুলির লড়াইয়ে আরো চার জওয়ান আহত হয়েছেন। তাঁদেরও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শনিবার সেনা ছাউনি লক্ষ্য করে জঙ্গিরা গুলি চালায়। এই ঘটনায় কাশ্মীরের সীমান্ত বরাবর এলাকায় প্রবল উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। কয়েকদিন আগে সেনাবাহিনীর তরফ থেকে কাশ্মীরে হাই অ্যালট জারি করা হয়েছিল। জানা গেছে ভূস্বর্গে ৪০ থেকে ৫০ জন জঙ্গি ঢুকে পড়েছে। এখানে পাক জঙ্গিদের অনুপ্রবেশের ঘটনায় উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কুপওয়ারা, কাঠুয়া ইত্যাদি একাধিক সীমান্তবর্তী এলাকায় জঙ্গিরা সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে হামলা চালাচ্ছেন। পাক জঙ্গিসংগঠন জঈস কাশ্মীরে একাধিক জঙ্গি হামলার দায় স্বীকার করেছে। কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপের পর জঙ্গি তৎপরতা একেবারে নির্মূল হয়ে গিয়েছিল। নতুন করে আবার জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ বেড়েছে। জঈশের মদতেই কাশ্মীরি টাইগার্সরা কাজ করছে বলে জানা গেছে।

সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে

বাজেটের ঘোষণাকে স্বাগত জানালো এমপেডা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সহায়তার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৪ - ২৫-এর প্রস্তাবগুলি অত্যন্ত ইতিবাচক বলে মনে করে মেরিন প্রোডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এমপেডা)। এই বাজেটে দেশে মৎস্যচাষের প্রসার ও সমুদ্রজাত খাদ্য রপ্তানিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

চিংড়ির প্রজনন বাড়ানোর লক্ষ্যে নিউক্লিয়াস ব্রিডিং সেন্টারের (এনবিসি) নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সরকার। এই উদ্যোগ মাছ আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা কমাবে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি বার্ষিক ১৫০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। প্রজননক্ষম মাছের খরচ ৫০% হ্রাস পেলে ব্রিডিং সেন্টারের মালিকরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। চিংড়ি বীজের খরচ ৩০ শতাংশ কমলে উপকৃত হবেন প্রায় ১ লক্ষ মাছচাষী। সামুদ্রিক খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানির প্রসারে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (নাবার্ড)। এবাবদ ব্যয়ের ৮০ শতাংশ মেটাবে সরকার এবং সুদের ক্ষেত্রেও সুবিধা পাওয়া যাবে। পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল থেকে বাড়তি সুবিধাদানের ফলে ৬৩৯টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট উপকৃত হবে। চিংড়ি ও মাছের খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত আরও নানা উপাদান এখন পুরোপুরি শুল্কমুক্ত করা হবে। আরও বেশ কয়েকটি এই ধরনের উপাদানে শুল্ক কমানো

এরপর ৪ পাতায়

১ পাতার পর

বাংলাদেশের জখম ও অসুস্থদের দেখতে যান হাসপাতালে হাসিনা

করুন।"জখমদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। আহতদের যথাযথ চিকিৎসার আশ্বাস দেন। বলেন, "দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। যাতে কেউ আর দেশবাসীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে।" এর আগে শুক্রবার হাসিনা যান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি)। ধ্বংসযজ্ঞ দেখে আবেগঘন হয়ে পড়েন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "কোটা আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে জামাত শিবির, বিএনপি ও ছাত্রদল এসব নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়েছে। যারা এধরনের জঘন্য কাজ করেছে, তাদের খুঁজে বের করতে হবে।" আবেগতাড়িত কণ্ঠে বলেন, "এটি একটি খুব বেদনাদায়ক পরিস্থিতি। অনেক মানুষ হতাহত হয়েছেন। মৃত্যুমিছিল হবে আমি কখনই চাইনি। কিন্তু আজ বাংলাদেশে এমন ঘটনা ঘটেছে।" আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে বলেন, "আহতদের চিকিৎসার জন্য যা যা প্রয়োজন, আমরা তা করব।" তিনি আরও বলেন, "আমরা ছাত্রদের সব দাবি মেনে নিয়েছি, তাহলে আবার আন্দোলন কেন? এটা কি জঙ্গিবাদের সুযোগ তৈরি করার জন্য?"

বাংলাদেশের কোটা বা সংরক্ষণ নিয়েই অশান্তির আগুন ছড়িয়েছিল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অশান্তির আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল আগে থেকেই। ঘি ঢেলেছিল প্রধানমন্ত্রীর একটা মন্তব্য। প্রতিবাদের আগুনে জ্বলা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'রাজাকার'। এই মন্তব্যের পরই গোটা দেশ যেন জ্বলে ওঠে। আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা স্লোগান দেন, 'তুমি কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার!'। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের কোটা বা সংরক্ষণ নিয়েই অশান্তির আগুন ছড়িয়েছিল। হাইকোর্টের রায়ে ২০১৮ সালে বাংলাদেশে বাতিল হওয়া সংরক্ষণ বয়বস্থাই ফিরে এসেছিল, যার প্রতিবাদে পথে নেমেছিল পড়ুয়ারা। আন্দোলনের আঁচ যখন চড়ছে, সেই সময় চিন সফরে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। দেশে ফিরেই তিনি বলেছিলেন, "মুক্তিযোদ্ধার নাতি-নাতনিরা কোটার সুবিধা পাবে না তো কি রাজাকারদের নাতি-নাতনিরা পাবে?"

এরপরই পড়ুয়ারা স্লোগান দেয়, "চাইতে গেলাম অধিকার, তকমা জুটল রাজাকার"। ঢাকার রাস্তা জুড়ে পড়ুয়ারা বিক্ষোভ দেখিয়ে স্লোগান দেয়, 'তুমি কে, আমি কে? রাজাকার রাজাকার', 'তোমার বাবা, আমার বাবা, রাজাকার রাজাকার'।সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর বাংলাদেশে অশান্তির আঁচ একটু কমতেই, রাজাকার মন্তব্যের সাফাই দিলেন শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বললেন, "পড়ুয়াদের আমি রাজাকার বলিনি।"

শুক্রবার বাংলাদেশের টেলিভিশন দফতর পরিদর্শনে যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিগত সপ্তাহ ধরে চলা আন্দোলনে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই দফতরে। সম্পূর্ণ পুড়ে যায় ভবনটি। ওই ভবনেই পরিদর্শনের পর বেরিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "আমার কথা বিকৃত করা হয়েছে। আমি পড়ুয়াদের রাজাকার বলিনি। আমি বলতে চেয়েছিলাম যে মেধা বনাম কোটার কথা বলা হচ্ছে। সবাই একই পরীক্ষা দিয়ে, ইন্টারভিউ দিয়ে নির্বাচিত হচ্ছে। তারপরে কোটা প্রয়োগ করা হয়। আমি বলেছিলাম, মুক্তিযুদ্ধের নাতি-পুতিদের মেধা নেই? রাজাকারের নাতিপুতিদেরই শুধু মেধা আছে?"

আন্দোলন নিয়েও প্রধানমন্ত্রী হাসিনা বলেন, "আমার কথা বিকৃত করে যারা ছাত্রদের উসকেছে, ছাত্রদের সামনে রেখে ভাঙচুর, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেশকে পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, সেই অপশক্তিদের খুঁজে বের করে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।"

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে সংঘর্ষে আহতদের সঙ্গেও দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন যে স্বজন হারানোর বেদনা তাঁর চেয়ে বেশি কেউ কি জানে? গোটা পরিবারকেই হারিয়েছেন তিনি।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২০৫ সংখ্যা ২৮ জুলাই, ২০২৪ রবিবার ১২ শ্রাবণ, ১৪৩১

গাজা ইস্যুতে সুর বদল, চুপ থাকবেন না কমলা হ্যারিস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বর্তমান মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস বলেছেন, ইসরায়েলি যুদ্ধের কারণে ফিলিস্তিনিরা যে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে সে বিষয়ে তিনি চুপ থাকবেন না। আসন্ন মার্কিন নির্বাচনে ডেমোর্ক্যাটদের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাওয়া কমলার এই কথাকে অনেকেই মুসলিম ভোটারদের সন্তুষ্ট করার পন্থা হিসেবেই দেখছেন। যদিও মার্কিন অধিকারকর্মীরা বলছেন, কমলার কাছ থেকে শুধু সহানুভূতিমূলক কথা শুনতে চান না। তারা চান নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি।

কমলা হ্যারিস বৃহস্পতিবার ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সাথে স্যাক্ষাৎ করেছেন। এরপর তিনি টেলিভিশন ভাষণে বলেছেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রীর (নেতানিয়াহু) কাছে গাজায় অনেক নিরপরাধ বেসামরিক লোকের মৃত্যুসহ মানবিক দুর্ভোগের মাত্রা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছি।' এই যুদ্ধকে তিনি বিপর্যয়কর বলেও আখ্যা দিয়েছেন।

কমলা আরও বলেন, "মৃত শিশু এবং মরিয়া, ক্ষুধার্ত মানুষদের সুরক্ষার জন্য পালিয়ে যাওয়ার চিত্র আমরা মেনে নিতে পারি না। তাদের অনেকেই বহুবার বাস্তচ্যুত হয়েছেন। আমরা এই ট্র্যাজেডিগুলির মুখোমুখি হতে পারি না। আমরা নিজেদেরকে কষ্টের কাছে অসাড় হতে দিতে পারি না এবং আমি চুপ থাকব না।'

তবে একই মুখে ইসরায়েলের জন্য অব্যাহত সমর্থনের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন কমলা।

মার্কিন অধিকারকর্মীরা বলছেন, গত অক্টোবরে গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইসরায়েলকে নিঃশর্ত সামরিক ও কূটনৈতিক সমর্থন দিয়ে আসছে বাইডেন সরকার। এই কারণে অনেক ভোটার ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। তাই যুক্তরাষ্ট্রের ইসরায়েল নীতিতে অর্থপূর্ণ পরিবর্তন না করে শুধু শুধু মুখে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভূতি দেখালে কমলা হ্যারিস ভোটার টানতে পারবেন না।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানী ইমান আবদেলহাদি বলেছেন, গাজার শিশুদের হত্যা বন্ধ করার প্রকৃত প্রতিশ্রুতি ছাড়া তাদের প্রতি তার (কমলা) সহানুভূতি নিয়ে আমি খুব একটা উদ্বেলিত না। ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সংঘটিত নৃশংসতার দায় যুক্তরাষ্ট্রকে বহন করতে হবে।

তিনি বলেন, মাথায় গুলি করছেন এমন কারও প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার বিষয়টি ঠিক প্রশংসনীয় নয়। আমাদের এসব মানুষের সহানুভূতির প্রয়োজন নেই। তাদের অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ বন্ধ করতে হবে, যেগুলো সক্রিয়ভাবে মানুষ হত্যা করছে।

সম্পাদকীয়

রাজ্য বরাবর কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বকেয়ার দাবিতে সরব থেকেছে

পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হওয়ার পরেই তাকে 'গরিব বিরোধী' বলে সরব হয়েছিল রাজ্য সরকার। আজ, শনিবার নীতি আয়োগের বৈঠকে রাজ্যের প্রতি বঞ্চনার অভিযোগে সরব হবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই। ঘটনাচক্রে শুক্রবারই তথ্য দিয়ে কেন্দ্র দাবি করল, সব ক্ষেত্রে বিগত ইউপিএ সরকারের তুলনায় রাজ্য লাভবান হয়েছে এনডিএ সরকারের আমলেই।রাজ্য প্রশাসনের তরফে এ ব্যাপারে সরকারি ভাবে কেউ কিছু বলতে না চাইলেও এক কর্তার কথায়, 'বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি এবং টাকা পাঠানোর মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। প্রকল্পগুলির মধ্যে আবাস যোজনার কথাও বলা হয়েছে। অথচ ২০২২ সালের নভেম্বর থেকে সেই প্রকল্পে বরাদ্দ কেন বন্ধ রয়েছে?'

প্রসঙ্গত, আজ, শনিবার নীতি আয়োগের বৈঠককে মাথায় রেখে আগে থেকেই প্রতিটি দফতরে কোন খাতে কেন্দ্রের কত অর্থ বকেয়া রয়েছে, তার ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করেছে রাজ্য অর্থ দফতর। বৈঠকে তা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে থাকার কথা। সেই দিক থেকে কেন্দ্রের এ দিনের দাবিকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন প্রশাসনিক বিশ্লেষকদের অনেকে।

রাজ্য বরাবর কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বকেয়ার দাবিতে সরব থেকেছে। বিভিন্ন প্রকল্পে টাকা কেন আটকে রাখা হচ্ছে, তা নিয়েও ক্ষুব্ধ রাজ্য। এমনকি, নবান্নের বরাবরের অভিযোগ্তকরের সব টাকা তুলে নিয়ে গেলেও, যথাযথ ভাবে তার ভাগ পায় না রাজ্য। যদিও কেন্দ্রের দাবি, কেন্দ্রীয় করের ভাগ বাবদ (ট্যাক্স ডেভলিউশন) ২০০৪-১৪ সাল (কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের আমলে) পর্যন্ত রাজ্য পেয়েছিল ১.৩৪ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১৪-২৪ (বিজেপি নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের আমলে) সাল পর্যন্ত সেই বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৫.২৪ লক্ষ কোটি টাকা। আবার কেন্দ্রের অনুদান বা 'গ্রান্ট-ইন-এইড' খাতে ইউপিএ সরকারের আমলে রাজ্য পেয়েছিল প্রায় ৭৫ হাজার কোটি টাকা। এনডিএ সরকারের আমলে তা-ই হয়েছে ৩ লক্ষ কোটি টাকার বেশি। কেন্দ্রের দাবি, সড়ক-রেল পরিকাঠামো-সহ সামগ্রিক মূলধনী খাতে রাজ্যকে বিপুল অর্থ দেওয়া হয়েছে। মূল ১০টি ক্ষেত্রের অনেকগুলি প্রকল্পে কেন্দ্রের বরাদ্দ নিরবচ্ছিন্ন থেকেছে। চলতি বাজেটেও পশ্চিমবঙ্গের জন্য করের ভাগ বাবদ ৯৩,৮২৭ কোটি এবং অনুদান খাতে ৩৪,৬৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণনের অবতার যুগে যুগে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চতুর্থ পর্ব)

গর্ভে। পুনরায় মা হওয়ার আনন্দে দেবকী দিন গুনছেন। কিন্তু কংসের ভয়ে তাঁর শোক বাড়ল। এদিকে বিষ্ণুর আদেশে দেবী যোগমায়া পৃথিবীতে এসে বসুদেবের আর এক পত্নী রোহিণীর গর্ভে দেবকীর গর্ভস্থ সন্তানকে সংস্থাপন করলেন। মথুরাবাসী দেবকীর গর্ভ নষ্ট হয়েছে বলে জল্পনা করতে লাগল। ওদিকে গোকুলের ঘোষপল্লির এক সুরম্য আলয়ে রোহিণী এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। এই পুত্র বলভদ্র বা বলরাম। সময় গড়ায়। শুদ্ধসত্ত্বময়ী দেবকী বিষ্ণু ভগবানকে পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ে ধারণ করলেন। ভগিনীকে দেখে কংসের কেন জানি না মনে হল, এবার নিশ্চয়ই বিষ্ণু গর্ভে এসেছেন। কারণ, প্রায়শই দেবকীর অঙ্গচ্ছটায় কারাগৃহ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। কংস কারাগারে পাহারা আরও বাড়িয়ে দিলেন।কৃষ্ণাবতারের রূপ পরিগ্রহ করে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য প্রকট হবেন বিষ্ণু। দেবতারা দেবকীকে দর্শনদান করে বললেন, 'অত্যন্ত আনন্দের কথা, আপনার অষ্টম গর্ভে সর্বলোকের কল্যাণকারী ভগবান পুরুষোত্তম বিরাজমান। দুর্মতি কংস কয়েকদিনের অতিথিমাত্র। আপনার পুত্র যদুবংশকে রক্ষা করবেন।' যথাসময়ে বিষ্ণু পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ভাদ্রমাসের মধ্যরাত। যে মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবান বিষ্ণু কংসের কারাগারে জন্মগ্রহণ করলেন তখনকার

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাজেটের ঘোষণাকে স্বাগত জানালো এমপেডা

হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ি মেশানো রুটি, ফিসফিঙ্গার প্রভৃতির বিপুল চাহিদা রয়েছে। এসব তৈরিতে আবশ্যিক উপাদান হল, আগে থেকে গুঁড়ো করে রাখা রুটি পাউডার। এর ওপর ৩০% আমদানি শুল্ক তুলে দেওয়া হয়েছে। এমপেডা-র চেয়ারম্যান শ্রী ডি ভি স্বামী মনে করেন, সামুদ্রিক খাদ্য রপ্তানিতে ভারতকে শীর্ষে নিয়ে যেতে এই বাজেট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। অদূর ভবিষ্যতে সামুদ্রিক খাদ্যপণ্য রপ্তানির পরিমাণ বর্তমানের ৬৪০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৭০০০ কোটি টাকায় পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভারতের রপ্তানি ক্ষেত্রে আয়ের প্রশ্নে সামুদ্রিক পণ্যের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা রয়েছে। গত অর্থবর্ষে এ বাবদ ৬০,০০০ কোটি টাকার সর্বকালীন রেকর্ড তৈরি হয়েছে।

আসামের চরাইদেও ময়দাম ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকাভুক্ত হওয়ায় আনন্দ ও গর্ব প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আসামের চরাইদেও ময়দাম ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত হওয়ায় আনন্দ ও গর্ব প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, এই ঘটনা ভারতের পক্ষে বিশেষ আনন্দ ও গর্বের একটি বিষয়।

বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় চরাইদেও ময়দাম-এর অন্তর্ভুক্তির কথা সমাজমাধ্যমে এক বার্তায় তুলে ধরেছে ইউনেস্কো কর্তৃপক্ষ। এর প্রত্যুত্তরে শ্রী মোদী বলেছেন :

"ভারতের পক্ষে এ হল এক অতীব আনন্দ ও গর্বের বিষয়। চরাইদেও-তে অবস্থিত ময়দামগুলি গৌরবময় অহম সংস্কৃতির বাহক। পূর্বপুরুষদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে এর মাধ্যমে। আমি আশা করব যে প্রাচীনকালের অহম শাসন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মানুষ আরও বেশি করে আগ্রহী হয়ে উঠবেন।

আমি আনন্দিত যে ময়দামগুলি বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত হল।"

বাংলার বাজারে আলুর দাম কম নেই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আলু ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট উঠে গিয়েছে। হিমঘর থেকেও প্রচুর আলু বাজারে আসছে। তারপরেও আলুর দাম কমার কোনও লক্ষণ নেই। এদিকে ক্রেতারা অনেকেই ভেবেছিলেন আলুর দাম হয়তো এবার কমে যাবে। অন্তত একটি ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু সেটা হওয়ার নয়।বুধবার থেকেই হিমঘরের আলু পাইকারি বাজারে যেতে শুরু করেছে। বাজারে আলুর যোগান ক্রমশ বাড়ছে। তার জেরে আলুর দাম তো কমার কথা। কিন্তু আলুর দাম কমছে কোথায়?

সাধারণ ক্রেতাদের দাবি, টাস্ক ফোর্সের নজরদারি ছাড়া আলুর দাম কমার কোনও সম্ভাবনা নেই। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে লাভ করতে চাইছেন। খুচরো ও পাইকারি বাজারে হানা না দিলে আলুর দাম কিছুতেই কমবে না। ইচ্ছাকৃতভাবে আলুর দাম বেশি নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি সাধারণ ক্রেতাদের একাংশ।

কবে কমবে তা নিয়েও কোনও নিশ্চয়তা নেই। এদিকে আলুর দাম কেন কমানো হচ্ছে না তা নিয়েও নির্দিষ্ট কোনও তথ্য দেওয়া হচ্ছে না।কলকাতার একাধিক বাজারে এখনও ৩৫-৩৮ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি হচ্ছে। একাধিক জায়গায় ৪০-৪৫ টাকা কেজি দরেও আলু বিক্রি হচ্ছে। ক্রেতাদের প্রশ্ন কবে আলুর দাম কমবে? দু কেজি আলু কিনতেই ৭০-৮০ টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। এর জেরে মধ্যবিত্ত এবার কী করবে?

তবে সূত্রের খবর, খুচরো ব্যবসায়ীরা সুযোগ বুঝে আলুর দাম কমাতে চাইছেন না। মূলত টাস্ক ফোর্স সেভাবে নজরদারি না করার জেরেই এই সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তবে ছুটির দিন রবিবারেও বাজারগুলিতে হানা দেবে টাস্ক ফোর্স।

এদিকে শুক্রবার একটি অনুষ্ঠানে রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দফতরের মন্ত্রী অরূপ রায় জানিয়েছেন, হিমঘর মালিক, আলু ব্যবসায়ীদের সংগঠন, পরিবহণ মালিকদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। আমাদের আশা দ্রুত আলুর দাম সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যে আসবে। এদিকে রোজকার রান্নায় অতয়ন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল আলু। কিন্তু সেই আলুর দাম কিছুতেই কমছে না। বাসিন্দাদের প্রশ্ন আলু কিনতেই যদি ১০০ টাকা চলে যায় তবে বাকি সবজি কিনতে কত টাকা লাগবে? মারাত্মক সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। এনিয়ে বার বার বিভিন্ন মহল থেকে নানা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কিছুতেই কমছে না আলুর দাম।

বুধবার থেকেই হিমঘরের আলু পাইকারি বাজারে যেতে শুরু করেছে। বাজারে আলুর যোগান ক্রমশ বাড়ছে। তার জেরে আলুর দাম তো কমার কথা। কিন্তু আলুর দাম কমছে কোথায়?

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আজও এই ঘটনার সাক্ষী রয়েছে সুন্দর বন বাসিরা। সেই কারনে সারা সুন্দরবনের রক্ষয়িত্রী দেবী। সুন্দরবনের মানুষ বিশ্বাস করেন, তিনি কখনও বাঘের আবার কখনও মুরগির রূপ ধারণ করেন। বাঘ ও বিভিন্ন অপদেবতার উপরে কর্তৃত্ব করেন বনবিবি। তিনি সুন্দরবনের বাউয়ালি (কাঠুরে) আর মৌলে (মধু সংগ্রহকারী), শিউলি (খেজুর রস সংগ্রহকারী) ও মৎস্যজীবীদের রক্ষাকত্রী।

ক্রমশঃ

গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে এবার ভাবতে শুরু করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে এবার ভাবতে শুরু করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। তারই উদ্যোগ হিসেবে রোমে প্রতিনিধি পাঠাচ্ছেন তিনি।শুক্রবার (২৬ জুলাই) যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের সময় এই কথা জানিয়েছেন নেতানিয়াহু। গাজায় দফায় দফায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েল। এতে বেশ খানিকটা চাপের মুখে পড়েছে নেতানিয়াহু। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই যুদ্ধে মিত্র দেশগুলিও বারবার সতর্ক করেছে ইজরায়েলকে। তবুও মিত্র দেশগুলির পরামর্শ উপেক্ষা করে একটার পর একটা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েল। বিষয়টা ভালভাবে নিচ্ছে না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কেননা এর আগে বাইডেন প্রশাসন জানিয়েছে, অবরুদ্ধ উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের মধ্যে দূরত্ব কমেছে। অন্যদিকে শুক্রবারই (২৬ জুলাই) ডেমোর্ক্যাট দলের সম্ভাব্য প্রার্থী কমলা হ্যারিস জানিয়েছেন, গাজার দুর্ভোগ বিয়ে তিনি চুপ থাকবেন না। সব অংশীদারকে তিনি চুক্তিতে পৌঁছাতে আহ্বানও জানিয়েছেন। নেতানিয়াহুকে জানিয়েছেন এই যুদ্ধ বন্ধের সময় এসেছে। তাই সপ্তাহের শুরুতেই রোমে প্রতিনিধি পাঠাবে ইজরায়েল। এতদিন গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য কোন পদক্ষেপ না না নিলেও এবার উদ্যোগ নিতে চলেছে নেতানিয়াহু।বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন নেতানিয়াহু।এরই মধ্যে তিনি কংগ্রেসে নিজের বক্তব্য পেশ করেছেন। শুক্রবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তিনি সাক্ষাত করার জন্য ফ্লোরিডার মার-এ-লাগোতে গিয়েছিলেন। সেখানে গাজায় যুদ্ধ বিরতি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। এই আলোচনায় উঠে এসেছে গাজায় যুদ্ধবিরতির স্বার্থে ইতালির রোমে প্রতিনিধি দল পাঠাবে ইজরায়েল। নেতানিয়াহু জানিয়েছেন যে, সপ্তাহের শুরুতেই তিনি যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনার জন্য রোমে প্রতিনিধি দল পাঠাবেন।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

'সংসারে রোজের লড়াই', অভিষেকের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে অবশেষে নীরবতা ভাঙেন ঐশ্বর্য

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : একটা সময় খোদ অভিষেক বচ্চনই জানিয়েছিলেন যতক্ষণ আঙুলে আংটি রয়েছে, ততক্ষণ কোনও প্রশ্ন নয়। তবে সেই আংটি সম্প্রতি দেখা যায় না তাঁর আঙুলে। ফলে চর্চা আরও তুঙ্গে।

বেশ কিছু মাস ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটাই জল্পনা সর্বাধিক জায়গা করে নিয়েছে, আর তা হল অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের মধ্যে বিচ্ছেদের খবর। একের পর এক তথ্য এই খবরকে কেন্দ্র করে নেটিজেনদের আলোচনায় জায়গা করে নিয়েছে, কখনও সামনে উঠে আসতে দেখা যায় তাঁরা একসঙ্গে থাকছেন না, কখনও আবার শোনা গিয়েছিল বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করেছেন তাঁরা, কখনও আবার সামনে আসে অভিষেকের বিয়ের আংটি খুলে ফেলা আঙুলের ছবি। একটা সময় খোদ অভিষেক বচ্চনই জানিয়েছিলেন যতক্ষণ আঙুলে আংটি রয়েছে, ততক্ষণ কোনও প্রশ্ন নয়। তবে সেই আংটি সম্প্রতি দেখা যায় না তাঁর আঙুলে। ফলে চর্চা আরও তুঙ্গে।

বর্তমানে ভক্তরা মুখিয়ে রয়েছেন জানার ইচ্ছায় ঠিক কেমন সম্পর্কে রয়েছেন তাঁরা। একবার নিজেই ঐশ্বর্য রাই বচ্চন এই প্রসঙ্গে মুখ খুলেছিলেন। আর বর্তমানে বিবাহ বিচ্ছেদ জল্পনার মাঝে ভাইরাল হল সেই পুরোনো মন্তব্য। ভোগ ইন্ডিয়া ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ঐশ্বর্যকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যে তাঁদের মধ্যে 'ফাইট' কতটা? উত্তরে ঐশ্বর্য বিন্দুমাত্র না ভেবে বলেছিলেন, 'প্রতিদিন'। এরপর পাশে বসে থাকা অভিষেক বচ্চন স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, ”সে লড়াইয়ের অর্থ, এটা লড়াইয়ের থেকে অনেকাংশ বেশি অসম্মতি। লড়াই নয়। সেগুলো কোনওটাই গুরুতর নয়। এগুলো তো স্বাস্থ্যকর। নয়তো সম্পর্ক খুব একঘেয়ে হয়ে পড়ে।”

বর্তমানে সেই স্বাস্থ্য সম্পর্ক যে খুব একটা স্বাস্থ্যকর নেই, সে দাবি নিত্যদিন তুলে চলেছে নেটিজ□নেদের একাংশ। তবে সর্বত্র তাঁদের একসঙ্গে দেখা গেলেও, সেই সম্পর্কের সমীকরণ কোথাও যেন হারিয়ে গিয়েছে। একে অন্যের পাশে পাশে থাকা তো দূরের কথা, কোথাও কোথাও তাঁদের আলাদা গাড়িতেও যেতে দেখা যাচ্ছে। ফলে ভক্তমনে এখন এই জুটিকে নিয়ে প্রতিটা মুহূর্তে কৌতুহল তুঙ্গে।

যীশু-নীলাঞ্জনার পরে টলিপাড়ায় আরও এক বিচ্ছেদের গুঞ্জন, এবার ঘর ভাঙছে সব্যসাচী পুত্র অর্জুনের

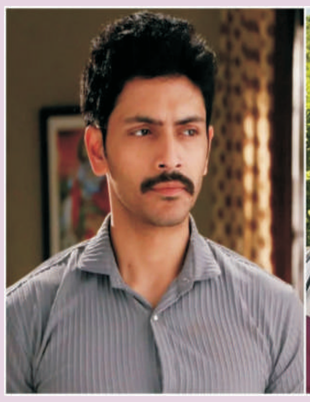

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : যীশু-নীলাঞ্জনা সেনগুপ্তের পরে এবার সব্যসচী চক্রবর্তীর ছেলে অর্জুন চক্রবর্তীর বিচ্ছেদের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে টলি পাড়ায়। সব্যসাচী চক্রবর্তীর ছোট ছেলে অর্জুন। টেলিভিশন সিরিয়ালে অভিনয় দিয়েই তাঁর আত্মপ্রকাশ। নিজে অভিনেতা হলেও কোনও অভিনেত্রীকে তিনি বিয়ে করেননি। অর্জুনের স্ত্রীর নাম সৃজা। তাঁদের একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে। কিন্তু গত কয়েকদিনে অর্জুনের স্ত্রী ইনস্টাগ্রামে তাঁকে আনফলো করেছেন বলে জানা গিয়েছে। সেই সঙ্গে ইনস্টাগ্রামে তাঁর এবং গৌরবের সব ছবি সরিয়ে ফেলেছেন।

আগে কেবল মাত্র এবং কন্যার ছবি দিয়েই ইনস্টাগ্রামের প্রোফাইল ভরিয়ে রাখতেন অর্জুন। সৃজার সঙ্গে নানা ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি শেয়ার করতেন তিনি। সৃজাও তাই করতেন। কিন্তু এখন আর অর্জুনের কোনও ছবি তাঁর ইনস্টা প্রোফাইলে নেই। সেই থেকে অনুমান করা হচ্ছে যে দম্পত্যে কোনও অশান্তি মাথাচারা দিয়েছে। যদিও অর্জুন এখনও সৃজাকে ইনস্টাগ্রামে আনফলো করেননি।

সব্যসাচী চক্রবর্তীর বড় ছেলে গৌরব। তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী ঋদ্ধিমা। তাঁদের এক সন্তানও রয়েছেন। ১ বছরের ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে সুখেই রয়েছেন তাঁরা। টেলিভিশনে একসঙ্গে কাজও করছেন গৌরব ঋদ্ধিমা। এখনও পর্যন্ত তাঁদের সংসারে কোনও রকম ভাঙনে গুঞ্জন শোনা যায়নি। তবে অর্জুন আর তাঁর স্ত্রী সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য টেলিপাড়ায় টেলিপাড়ায় এখন যীশু-নীলাঞ্জনার হিট জুটি ভাঙতে চলেছে তাই নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। কয়েকদিন আগে নীলাঞ্জনা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সেসময য যীশু ছিলেন না। তাঁর মেয়েরা সঙ্গে ছিলেন। শোনা যাচ্ছে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েছেন যীশু সেনগুপ্ত। ইতিমধ্যেই নীলাঞ্জনা ইনস্টাগ্রামে যীশুকে আনফলো করেছেন এবং তাঁর এবং যীশুর সব ছবি মুছে ফেলেছেন তিনি।

ফাওয়াদ খানের পর আরও এক পাক তারকা ফিরছেন বলিউডে, প্রভাসের নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ফের বলিউডের দরজা খুলে গিয়েছে পাক তারকাদের জন্য। ৮ বছর পর ফের বলিউডে ফিরছেন পাক তারকা ফাওয়াদ খান। জানা গিয়েছে বানী কাপুরের সঙ্গে জুটি বেঁধে বলিউডে ছবি করতে চলেছেন তিনি।

জানা গিয়েছে এক শেফের ভূমিকায় দেখা যাবে ফওয়াদ খানকে। ২০১৬ সালে করণ জোহরের অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল ছবিতে দেখা গিয়েছিল ফাওয়াদ খানকে। তারপরে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কেৎ অবনতি হওয়ায় তিনি ফিরে গিয়েছিলেন পাকিস্তানে। তবে কেবল ফাওয়াদ খান নন পাকিস্তানের আরও অনেক তারকা কাজ করেছেন বলিউডে।

সজল আলি থেকে শুরু করে মাহিরা খান বলিউডে কাজ করেছিলেন। শাহরুখ খানের বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন মাহিরা খান। অন্যদিকে সজল আলি অভিনয় করেছিলেন শ্রীদেবীর সঙ্গে। তারপরে পাকিস্তানের আর কোনও শিল্পী কাজ করেননি বলিউডে।

কিন্তু আবার ফাওয়াদ খান ফিরছেন বলিউডে। শুধু ফওয়াদ খানই নয় শোনা যাচ্ছে সজল আলিও নাকি বলিউডে কামব্যাক করছেন। শোনা যাচ্ছে প্রভাসের পরবর্তী ছবিতে নাকি সজল আলির কথা ভাবা হচ্ছে। ছবিটি পরিচালনা করবেন সীতা-রামম ছবি খ্যাত পরিচালক হনু রাঘবপুদি।

শ্রীদেবীর সঙ্গে মম ছবিত অভিনয় করেছিলেন সজল আলি। সেটাই ছিল বলিউডে পাক তারকার প্রথম ছবি। তারপরে আর কোনও ছবিতে অভিনয় করেননি তিনি। ২০১৭ সালে ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল। শ্রীদেবীর মৃত্যুর পর শোক প্রকাশ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলে সজল আলি। সেসময় সজল আলির মা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন। শ্রীদেবীর সঙ্গে সেই ছবি করতে গিয়ে বেশ ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছিল অভিনেত্রীর। সজল বলেছিলেন শ্রীদেবীর মধ্যে তিনি তাঁর মায়ের ছায়া দেখতে পান।

চোখে লেন্স পরে বিপত্তি, চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না অভিনেত্রী, হাসপাতালে ভর্তি টেলি তারকা জশমিন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দুই চোখে মোটা সাদা ব্যান্ডেজ। হাসপাতালে ভর্তি বলিউড অভিনেত্রী জাসমিন ভাসিন। কী হয়েছে অভিনেত্রীর। ঘুর উড়েছে অনুরাগীদের। জানা গিয়েছে চোখে নাকি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। তড়ি ঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন অভিনেত্রীর কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু সেটা হল কীভাবে। কৃত্রিম লেন্স পরার কারণেই নাকি অভিনেত্রীর চোখের কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত ১৭ জুলাই তিনি দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। তার জন্য চোখে লেন্স পরেছিলেন অভিনেত্রী। সেটা পরার পরেই নাকি চোখে সমস্যা তৈরি হয়েছিল।

অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার আগে থেকেই চোখে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল। অনুষ্ঠানে কোনও মতে যোগ দিয়েই তিনি ছুটে যান হাসপাতালে। চোখে অসহনীয় যন্ত্রণা নিয়ে পুরো অনুষ্ঠান করেছিলেন তিনি। চোখের কষ্ট ঢাকতে সানগ্লাস পরেছিলেন অনুষ্ঠান।

হাসপাতালে চিকিৎসকরা জানান কৃত্রিম লেন্স পরার কারণে তাঁর দুচোখের কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনুষ্ঠান যখন শেষ হয় তখন চোখে প্রায় অন্ধকার দেখছিলেন তিনি। কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। রাতেই চিকিৎসকের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী। সেখানে যেতেই চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন যে তাঁর চোখের কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুই চোখে ব্যান্ডে নিয়েই মুম্বইয়ে ফিরে আসেন তিনি। তবে তিন চারদিন তিনি কোনও কাজ করতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন চিকিৎসকরা। চোখে ব্যান্ডেজ বাধা অবস্থাতেই থাকতে হবে তাঁকে।

প্রিয়াঙ্কার উচ্ছ্বাস প্রকাশ্যে! বয়সে অনেকটাই ছোট স্বামী নিক যা করেছিলেন...

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্রিয়াঙ্কা-নিকের বয়সের ফারাক অনেকটাই। নিক প্রায় ১১ বছরের ছোট প্রিয়াঙ্কার চেয়ে। কিন্তু তাতে কী! মনের মিলটাই তো আসল। সেখানে বয়স কোনও ব্যাপার। বিদেশি পরিবারের সঙ্গে জমিয়ে সংসার করছেন 'দেসি গার্ল' প্রিয়াঙ্কা। তাঁর ইন-লজ প্রিয়াঙ্কাকে পেয়ে দারুণ খুশি।

১৭ পূর্ণ করে সবে ১৮-এ পা দিয়েছিলেন বলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। তারপরেই তাঁর মাথায় ওঠে বিশ্ব সুন্দরীর মুকুট। এক সাক্ষাৎকারে প্রিয়াঙ্কা বলেছিলেন, “সেই সময় আমি খুবই ছোট ছিলাম। শৈশব কাটিয়ে উঠতে পারিনি তখনও।” প্রিয়াঙ্কার সেই বিশ্বজয় প্রত্যক্ষ করেছিল গোটা বিশ্ব। টেক্সাস শহরে তাঁদের বাড়িতে বাবার পাশে বসে ভবিষ্যতের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কার সেই জগৎ জয় দেখেছিল সাত বছরের নিকও।

সেই সাক্ষাৎকারে প্রিয়াঙ্কা সেই সময়কার কথা অকপট শেয়ার করেছিলেন। চোখ চিকচিক করছিল তাঁর। প্রিয়াঙ্কা বলেছিলেন, “আলাপের পর আমার শাশুড়িমা সেই ঘটনার কথা বর্ণনা করেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'তোমার মিস ওয়ার্ল্ড হওয়ার গোটা পর্বটি আমরা টিভিতে বসে দেখেছিলাম'।” প্রিয়াঙ্কার সংযোজন, “আমার শ্বশুরমশাই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা দেখতে ভালবাসতেন। সেই সময় জোনাস পরিবার ছিল আমেরিকায়। বিশ্ব সুন্দরীর প্রতিযোগিতা হয়েছিল লন্ডনে। শাশুড়ি মা জানিয়েছিলেন, নিক নাকি বাবার পাশে বসে আমার মিস ওয়ার্ল্ড হওয়াটা দেখেছিল টিভিতে।”

টিম থেকে বাদ নাকি বিশ্রামে? রবীন্দ্র জাডেজাকে নিয়ে গুঞ্জন থামালেন আগরকর

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার মতো টি-২০ বিশ্বকাপের পর কুড়ি-বিশের ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছিলেন রবীন্দ্র জাডেজা। ভারতীয় অলরাউন্ডার জানিয়েছিলেন, ওডিআই, টেস্ট খেলা তিনি চালিয়ে যাবেন। অবশ্য শ্রীলঙ্কা সফরে যাচ্ছেন না তিনি। এই সফরে তিনটি টি-২০ ও ৩টি ওডিআই ম্যাচ খেলবে ভারত। সেই ওডিআই স্কোয়াডে জাডেজার নাম নেই। যা দেখে অনেকেই ভ্রূ কুঁচকেছিলেন। তা হলে কি দল থেকে বাদ পড়লেন জাডেজা? এই প্রশ্নও উঠছিল। বিশেষ করে এই প্রশ্ন জোরাল হয়েছিল, কারণ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারেতর ওডিআই স্কোয়াডে বিরাট ও রোহিতের নাম রয়েছে। তা হলে কেন জাড্ডু নেই এই সিরিজে?

ভারতের জার্সিতে কী শেষ ওডিআই ম্যাচ খেলে নিলেন জাডেজা? অনেকেই এ কথা ভাবছিলেন। শ্রীলঙ্কা সফরে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এমনটাও শোনা যাচ্ছিল। এ বার শ্রীলঙ্কা যাওয়ার আগে ভারতের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর ও নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর এক প্রেস কনফারেন্স করেছেন। তাতে আগরকর পরিষ্কার করেন, জাডেজাকে দল থেকে বাদ নয়, বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর বলেন, 'এই ছোট্ট তিন ম্যাচের সিরিজে অক্ষর ও জাডেজাকে একসঙ্গে নেওয়ার কোনও মানে হয় না। কারণ ২ জনকে একসঙ্গে কোনও ম্যাচে খেলানো যাবে না। বিশ্বকাপে ও দারুণ খেলেছে। ওকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। কম্বিনেশনের কথা মাথায় রেখে ওকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।'

তা হলে রবীন্দ্র জাডেজাকে এ বার কোন ফর্ম্যাটে খেলতে দেখা যাবে? আগরকর বলেন, 'সামনে বড় টেস্ট সিরিজ আসছে। সেখানে ওকে ভালো পারফর্ম করতে হবে। তাই এই বিরতিতে ও সম্পূর্ণ তরতাজা হয়ে উঠতে পারবে। তবে এখনও ও এই (ওডিআই) ফর্ম্যাটের সদস্য। আমাদের জন্য ও গুরুত্বপূর্ণ সদস্যও।'

অজিত আগরকরের পাশাপাশি গৌতম গম্ভীরও বলেন, 'শ্রীলঙ্কা সফরের পর আমাদের ১০টি টেস্ট ম্যাচ রয়েছে। আমি আশাবাদী সেই ১০টা টেস্ট ম্যাচে আমরা ভালো পারফর্ম করব। ওই ১০টা টেস্টের জন্য যাঁরা অনেকে এই সিরিজে নেই, যেমন রবীন্দ্র জাডেজা। আমি মনে করি, ওই টেস্ট ম্যাচগুলোর জন্য জাডেজা গুরুত্বপূর্ণ।'

ভারতীয় দলের কোচ মানোলো মার্কুয়েজ, থাকবেন এফসি গোয়ার দায়িত্বেও!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় ফুটবলে বেনজির ঘটনা। একই সঙ্গে ক্লাব ও জাতীয় দলে কোচিং করাবেন! এমনটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রত্যাশামতোই ভারতীয় ফুটবল দলের কোচ করা হল মানোলো মার্কুয়েজকে। এফসি গোয়ার সঙ্গে তাঁর চুক্তি থাকলেও আপাতত জোড়া দায়িত্ব পালন করবেন। এফসি গোয়ার সঙ্গে চুক্তি শেষের পর পুরোপুরি জাতীয় দলকেই সময় দেবেন। ভারতীয় ফুটবলে এমনটা দেখা যায়নি। বিশ্ব ফুটবলেও এমন উদাহরণ খুঁজতে হবে।

কিছু দিন আগেই ক্রোয়েশিয়ান কোচ ইগর স্টিমাচকে ছাঁটাই করেছিল সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা। ভারতীয় ফুটবলকে সাফল্য দিতে পারেননি। উল্টে নানা অভিযোগ তুলে ধরেছেন শুধুই। টানা ব্যর্থতার জেরেই স্টিমাচকে ছাঁটাই করা হয়। তাঁর পরিবর্ত খোঁজার কাজ চলছে দীর্ঘদিন থেকেই। সেই খোঁজ পূরণ হল। ভারতীয় ফুটবল টিমের কোচ করা হল মানোলো মার্কুয়েজকে। এফসি গোয়ার সঙ্গে ২০২৫ সাল অবধি চুক্তি রয়েছে এই স্প্যানিশ কোচের। তা নিয়েই অবশ্য ধোঁয়াশা ছিল। অবশেষে ফেডারেশনের বিবৃতিতে ধোঁয়াশা মিটল।

গত আইএসএলেই এফসি গোয়াতে যোগ দেন মার্কুয়েজ। তার আগে হায়দরাবাদ এফসিকে কোচিং করিয়েছেন। ২০২২ সালে তাঁর কোচিংয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল হায়দরাবাদ। দু-বার আইএসএল শিল্ড জয়ের দৌড়েও ছিলেন। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের টেকনিক্যাল কমিটি কোচ চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। কোচ বাছাইয়ের প্রক্রিয়া চলছিলই। অবশেষে ঘোষণা করা হল মার্কুয়েজের নাম।

ইন্ডিয়ান সুপার লিগে শুধু ট্রফি দেওয়াই নয়, বরং নতুন প্লেয়ার তুলে আনার ক্ষেত্রেও ট্র্যাক রেকর্ড ভালো মানোলোর। সে কারণেই মার্কুয়েজকে পছন্দ সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের। অনেক প্লেয়ারই রয়েছেন যাঁরা মার্কুয়েজের কোচিংয়ে পারফর্ম করে জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন কিংবা প্রত্যাবর্তন করেছেন। তরুণ ফুটবলারদের কাছেও পছন্দের কোচ হিসেবেই পরিচিত।

প্যারিস অলিম্পিক্সের আগে

হোঁচট খেলেন নাদাল, অবসরের ইঙ্গিত দিলেন কিংবদন্তি স্প্যানিয়ার্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্যারিস অলিম্পিক্সে কার্লোজ আলকারাজের সঙ্গে জুটি বেঁধে নামবেন রাফায়েল নাদাল। সোনা জয়ের লক্ষ্যে। যদিও তার আগে হোঁচট খেলেন রাফা।

বাস্তাদ ওপেনের ফাইনালে নুনো বর্জেসের কাছে তিনি পরাস্ত হলেন। তারপরই আবেগঘন বক্তৃতায় দিলেন পেশাদার টেনিসকে বিদায় জানানোর আভাস।

নাদাল এদিন জানিয়ে দেন, আগামী বছর বাস্তাদ ওপেনে তাঁকে খেলোয়াড় হিসেবে হাজির থাকতে নাও দেখতে পারেন টেনিসপ্রেমীরা। তাতেই চর্চা তুঙ্গে, তাহলে কি চলতি মরশুমের শেষেই অবসর নেবেন কিংবদন্তি স্প্যানিয়ার্ড? ফাইনালে যে দর্শকরা লাগাতার তাঁর জন্য গলা ফাটালেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান নাদাল।

আজ ফাইনালে নাদাল স্ট্রেট সেটে পরাস্ত হন। বর্জেস জেতেন ৬-৩, ৬-২ সেটে। কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনালে অবশ্য নাদালের দারুণ কামব্যাকের সাক্ষী থেকেছেন টেনিসপ্রেমীরা। যদিও বর্জেসের বিরুদ্ধে কার্যত দাঁড়াতেই পারলেন না নাদাল। কোয়ার্টার ফাইনালে নাদাল ৪ ঘণ্টার থ্রিলার জেতেন মারিয়ানো নাভোনের বিরুদ্ধে। সেমিফাইনালে হারান দুজে আদুকোভিচকে। ফাইনালে তরতাজা হয়ে নামার জন্য ডাবলস সেমিফাইনাল খেলেননি রাফা। সেখানে তাঁর পার্টনার ছিলেন ক্যাসপার রুদ। যদিও ফাইনালে শেষরক্ষা হয়নি।

যোগ্য হিসেবে নুনো এই খেতাব জিতলেন বলে তাঁকে অভিনন্দন জানান রাফা। এরপর তিনি বলেন, এই দারুণ জায়গায় গত দেড় সপ্তাহ খুব ভালোভাবে উপভোগ করলাম। কোর্টে মজাও পেয়েছি। দীর্ঘ ম্যাচও খেলেছি। আজ আমার সেরা দিন ছিল না। তবে নুনোকে কৃতিত্ব দিতেই হবে। তিনি ভালো খেলে আমার কাজ কঠিন করে দেন।

বিগত কয়েক বছর ধরেই নাদালকে ভোগাচ্ছে চোট সমস্যা। তারই মধ্যে বারেবারেই কোর্টে কামব্যাক করছেন। এ জন্য পরিবার ও তাঁর টিমের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানালেন। বিশেষ করে খারাপ সময়ে পাশে থেকে মনোবল বাড়ানোর জন্য। টেনিসভক্তদের উপস্থিতিতে তিনি এনার্জি পান বলে জানিয়ে নাদাল বলেন, এখানে খেলা উপভোগ করি। তবে সম্ভবত আর এখানে কোর্টে ফেরা হবে না।

হোয়াটস্যাপে ইউরো ও কোপার লড়াই!

বিজয়ীদের দেওয়া হচ্ছে পুরস্কার

নুরসেলিম লস্কর, কলকাতা : নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি শেষ হলো ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকা মহাদেশের দুই মহাদেশীয় ফুটবল মহা-যুদ্ধ ইউরো কাপ ও কোপা আমেরিকা টুর্নামেন্ট। প্রসঙ্গত,লামিনে ইয়ামাল, দানি ওলমো, নিকো উইলিয়ামদের তারুণ্যে ভর করে ইউরো সেরা হয়েছে স্পেন ও মেসি ম্যাজিক সহ এমিলিয়ানো মার্টিনেজ সহ ডি. পল, দি মারিয়া দের যোগ্য সঙ্গতে পর পর দুবার কোপা আমেরিকা জয়ী হয়েছে লিওনেল স্কালোনির আর্জেন্টিনা। আর এই দুই মহাদেশের ফুটবল যুদ্ধ দেখতে বিশ্বের আপামর ফুটবল প্রেমীরা বিশ্বকাপ ফুটবলের মতোই এই দুই প্রতিযোগিতা দেখার জন্য মুখিয়ে থাকেন। ব্যতিক্রম নয় আমাদের ভারতের ফুটবল প্রেমীরাও। আর বিশেষ করে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ তথা বাংলার ফুটবল ভক্তরা তো ফুটবল আবেগে রাত জেগে বা ভোর রাতে উঠে খেলা দেখার জন্য রীতিমত সিদ্ধহস্ত। আর ভারত তথা এই বাংলা থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটারের দুরুত্বের ফুটবল মহা-যুদ্ধের আঁচ কিন্তূ মোটেও বিন্দু পরিমান কম ছিল না বাংলা তে। কারণ, মেসি, ভিনিসিয়াস, সুয়ারেজ থেকে শুরু করে ইউরো তে রোলান্ড,এম্বাপেরা যখন সবুজ গালিচায় ফুটবলের নানান শিল্পের নিদর্শন তুলে ধরছিলেন তখন ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার ফুটবল যুদ্ধের সেই আবহে এই বাংলার ফুটবল প্রেমীদের মধ্যে ভার্চুয়াল হোয়াটস্যাপ গ্রুপ "টোটাল স্পোর্টসম্যানশিপ" অনলাইনে আয়োজন করেছিল ভার্চুয়াল ইউরো ও কোপার লড়াই! যা কিনা টানা ২৬দিন ব্যাপী ধরে চলেছিলো। যেখানে প্রায় শতাধিক ফুটবল প্রেমী ঐ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর এই প্রতিযোগিতাটি হয় ইউরো কাপ ও কোপা-আমেরিকার প্রত্যেক টি ম্যাচ শুরুর আগে প্রতিযোগিদের হোয়াটস্যাপ গ্রূপে জানাতে হতো সেই ম্যাচের আগাম ফলাফল! মানে, আর্জেন্টিনা বনাম চিলি ম্যাচে কোন দল কত গোলের ব্যাবধানে জয় লাভ করবে? আর ম্যাচ শেষে ফুটবল প্রেমীদের অনুমান মিলে গেলেই তারা পেত নিদিষ্ট পয়েন্ট আর ইউরো কাপ ও কোপা আমেরিকা প্রতিযোগিতা শেষের হওয়ার পরে আজ জানালো হলো ঐ দুই প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের নাম এমন কি জানা গিয়েছে প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের কেও পুরস্কৃত করবে ঐ হোয়াটস্যাপ গ্রূপ কর্তৃপক্ষ।

আর এই প্রতিযোগিতার অন্যতম আয়োজক তথা ঐ হোয়াটস্যাপ গ্রূপের অ্যাডমিন অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান যে, "পুরো প্রতিযোগিতাটাই হোয়াটস্যাপ গ্রুপে পরিচালিত হয়েছে। প্রেডিকশন রাউন্ড ছিল সব থেকে জমজমাট ও টানটান উত্তেজনার। আমরা বিশ্বকাপ ফুটবলের সময়েও এমন প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছিলাম। তখন যথেষ্ট সাড়া পাওয়ার পর এই বার আরো আকর্ষণীয় ভাবে এটি পরিচালনা করা হয়। আমাদের 'টোটাল স্পোর্টসম্যানশিপ 'হোয়াটস্যাপ গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আজ ফলাফল প্রকাশ করা হলো। ইউরো ও কোপা ছাড়াও আইএসএল, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, লা লিগা, ইপিএল সহ সাতটি ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রেডিকশন রাউন্ডের পাঁচজন বিজয়ীরা হলেন যথাক্রমে অপূর্ব চক্রবর্তী, অয়ন্তিকা চক্রবর্তী, প্রীতম দাস, বাবান রায় ও অতনু ব্যানার্জী।

ইউরো কাপ ও কোপা আমেরিকার ম্যাচ ডে প্রেডিকশন রাউন্ডে প্রথম হয়েছেন সন্তু কুমার পাল, দ্বিতীয় কমল কুমার সাহা, তৃতীয় সৌমেন কুণ্ডু। আমরা এই বিজয়ীদের পুরস্কৃত করার পাশাপাশি প্রথম কুড়িজন স্থানাধিকারীকেও টোটাল স্পোর্টসম্যানশিপ গ্রুপের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করবো"।

গুরু পূর্ণিমায় অলিম্পিক্স কোচদের কুর্ণিশ সচিনের,

লিটল মাস্টার লিখলেন নিজের মনের কথা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২৬ জুলাই থেকে ১১ আগস্ট এবং প্যারালিম্পিক ২৮ আগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ১০,৫০০ অ্যাথলিট এবারের প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন।

গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে, ভারতের কিংবদন্তি ব্যাটার সচিন তেন্ডুলকার আসন্ন অলিম্পিক্সে জন্য প্যারিসে যাওয়া ভারতের কোচদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।ভারত ২০20 লালে টোকিও অলিম্পিক থেকে তার সাতটি পদককে ছাড়িয়ে যেতে চাইবে, যার মধ্যে একটি সোনা, দুটি রুপো এবং চারটি ব্রোঞ্জ পদক রয়েছে. সচিন সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখছেন, গুরু পূর্ণিমা হল সেই দিনটি যেদিন আমরা আমাদের গুরুদের আমাদের জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য তাদের গভীর প্রতিশ্রুতির জন্য ধন্যবাদ জানাই। আজ, আমি মনে করি এবং আচরেকর স্যারকে ধন্যবাদ জানাই তিনি আমার জীবনে যে পার্থক্য এনেছেন তার জন্য। আচরেকর স্যার ক্রিকেটে তার অবদানের জন্য দ্রোণাচার্য পুরস্কারপ্রাপ্ত ছিলেন। খেলাধুলা ও খেলোয়াড়দের প্রতি তার নিবেদন ছিল অতুলনীয়। ঠিক তার মতো, অনেক কোচ ভারতে খেলাধুলার উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, একইসঙ্গে সচিন লিখেছেন, অলিম্পিক সামনে আসার সাথে সাথে, আমি অলিম্পিক খেলার সমস্ত কোচকে তাদের উৎসর্গ এবং অনুপ্রেরণার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। জাতি আপনার অবদানের জন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। প্যারিস অলিম্পিকে সমস্ত কোচ এবং তাদের খেলোয়াড়দের জন্য আমার শুভেচ্ছা, কয়েকদিন আগেই কোহলি অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বার্তা দিয়েছিলেন এই মহান জাতির জন্য পরবর্তী বড় জিনিস কি? আরও সোনা, আরও রৌপ্য এবং আরও ব্রোঞ্জ থাকবে। আমাদের ভাই ও বোনেরা পদকের লক্ষ্য নিয়ে প্যারিসে যাচেছন। আমাদের ক্রীড়াবিদরা তাদের সেরাটা দেবেন দেশের স্বার্থে। প্রতিটি পাড়ায়, ভারতের প্রতিটি কোণে, আপনি শুনতে পাবেন ভারত, ভারত, ভারত, ভারত! তারা গর্বের সাথে তিরাঙ্গা উড়ানোর দৃঢ় সংকল্প বদ্ধ। আপনারা তাদের সমর্থন করুন।"

মরকেল এখনই আসতে পারছেন না!

শ্রীলঙ্কায় ভারতের বোলারদের দায়িত্বে বাংলার প্রাক্তন কোচ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের নবনিযুক্ত হেড কোচ গৌতম গম্ভীর ও নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হবেন। শ্রীলঙ্কা সফর থেকে ভারতীয় দল স্থায়ী বোলিং কোচ পাচ্ছে না।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন ক্রিকেটার মর্নি মরকেলই ভারতীয় দলের বোলিং কোচ হতে চলেছেন। ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গে বিসিসিআই কর্তাদের কথাও হয়েছে। মরকেল ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে শ্রীলঙ্কা সফরে থাকতে পারছেন না। সম্ভবত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগেই তিনি চলে আসবেন।

এই পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তী বোলিং কোচেই আস্থা রাখতে হচ্ছে ভারতীয় দলকে। ক্রিকবাজের প্রতিবেদনে উল্লেখ, সাইরাজ বাহুতুলে বোলিং কোচের দায়িত্ব সামলাবেন শ্রীলঙ্কা সফরে। সহকারী কোচ হিসেবে শ্রীলঙ্কা সফর থেকেই নয়া ইনিংস শুরু করছেন অভিষেক নায়ার ও রায়ান টেন দুশখাতে। বাহুতুলে বাংলা দলের কোচ ছিলেন। রাজস্থান রয়্যালসেরও বোলিং কোচের দায়িত্ব সামলেছেন। এ ছাড়া আগেও তিনি ভারতীয় দলের সঙ্গে কোচিং স্টাফ হিসেবে যুক্ত থেকেছেন। বাহুতুলে এখন বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ক্রিকেট আকাদেমিতে রয়েছেন। রাহুল দ্রাবিড় জমানার সাপোর্ট স্টাফদের মধ্যে একমাত্র চাকরি বেঁচেছে ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপের। তিনিও শ্রীলঙ্কায় যাবেন।

বাহুতুলে লেগস্পিন অলরাউন্ডার ছিলেন। দেশের হয়ে ২টি টেস্ট ও ৮টি ওডিআই খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এনসিএ-তে বোলিং কোচ হিসেবে ট্রয় কুলিও আছেন। তবে শ্রীলঙ্কায় যেহেতু স্পিনারদের বেশি সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সে কারণেই বাহুতুলেকে বেছে নেওয়া হলো।

ক্রিকবাজের প্রতিবেদনে উল্লেখ, মরকেল এখন সিডনিতে থাকেন। তাঁর বাবা অসুস্থ। সে কারণে মরকেল প্রিটোরিয়া গিয়েছেন। তিনি সেপ্টেম্বর মাসে ভারতে চলে আসতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি , নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR